প্রবেশপত্রের জন্য সড়ক অবরোধ

অবশেষে গভীর রাতে মিলল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আশ্বাস

নীলফামারী প্রতিনিধি

এসএসসি পরীক্ষার আগের রাতে যে সময়ে বই নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা শিক্ষার্থীদের। সে সময়ে পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্য সড়ক অবরোধে নামে ১৫ শিক্ষার্থী। ঘটনাটি নীলফামারী জেলা সদরের টুপামারী দ্বি-মুখি উচ্চ বিদ্যালয়ের।

ওই ১৫ শিক্ষার্থী শনিবার (২৯ এপ্রিল) সকাল থেকে প্রবেশপত্রের দাবিতে বিদ্যালয় চত্বরে অবস্থান করে। এর পরও ব্যর্থ হয়ে রাত ৯টার দিকে বিদ্যালয়ের সামনের সড়ক

অবরোধ করে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় রামগঞ্জ-নীলফামারী সড়কে। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেন অভিভাবকসহ এলাকার সাধারণ মানুষ। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় তারা।

শনিবার রাত ১০টার দিকে ওই বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে গিয়ে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের দৃশ্য। পরীক্ষার আগের রাতে বই নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা থাকলেও সড়কে বসে বিক্ষোভ করছিল তারা। এসময় পরীক্ষায় প্রবেশপত্রের দাবিসহ প্রধান শিক্ষক মো. মাসুদুর রহমান মাসুদের শাস্তির দাবি করে।

তাদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের ভুলে বিদ্যালয়ের ২৬ জন শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র আসেনি দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে। এমন পরিস্থিতিতে গত শুক্রবার পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগের ১১ জনের সমস্যা সমাধান হলেও মানবিক বিভাগের ১৫ জনের প্রবেশপত্র একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রবেশপত্র না পাওয়ায় ওই ১৫ শিক্ষার্থী শনিবার দিনভর বিদ্যালয় চত্বরে অবস্থান করলেও দেখা মেলেনি প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানায়, ওই বিদ্যালয় থেকে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবছর ৫৪ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করে। এদের

মধ্যে ২৬ জন শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র আসে নাই। পরে ১১ জনের শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র আসলেও ১৫ জন শিক্ষার্থী তাদের প্রবেশ শনিবার রাত ১১টা পর্যন্ত হাতে পায়নি।

এসময় অভিভাবক হাসিনুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার ছেলে রানা ইসলাম এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে অংশ নিতে টুপামারী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ফরম পূরণ করে। কিন্তু তার প্রবেশপত্র এখনো পাওয়া যায়নি। কয়েকদিন ধরে তালবাহানা করে দিন পার করেছেন প্রধান শিক্ষক। রবিবার পরীক্ষা, ছেলে সকাল থেকে না খেয়ে স্কুলে পড়ে আছে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ কারণে আমরা রাস্তায় নেমেছি।’

অপর অভিভাবক মো. অহেদুল ইসলাম বলেন, ‘আমার ছেলে সিজান ইসলাম ২ হাজার ৯০০ টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করেছে। এখন তার প্রবেশপত্র নাই, ছেলে সকাল থেকে কান্নাকাটি করছে। তিন দিন ধরে প্রধান শিক্ষক আমাদের ঘুরাচ্ছেন। এখন তার দেখাই পাচ্ছি না। বাধ্য হয়ে আমরা রাতে সড়ক অবরোধ করে আছি। এর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না।’

পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন নাহার বিদ্যালয় চত্বরে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়ে আশ্বস্ত করলে অবরোধ তুলে নেয় তারা। এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মর্তার

সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র সচিব ছমির উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মেজবাহুল হক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমরা দিনাজপুর বোর্ডে যোগাযোগ করে তোমাদের ১৫ জনের রোল নম্বর সংগ্রহ করেছি। তোমরা রবিবার পরীক্ষা দিতে পারবে। সার্ভারের সমস্যার কারণে প্রবেশপত্র পেতে সমস্যা হচ্ছে। সার্ভারের সমস্যা দূর হলে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা হবে। তবে পরীক্ষা দিতে আর কোনো সমস্যা হবে না।’

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাসুদুর রহমান মাসুদকে পাওয়া যায়নি। তবে কেন্দ্র সচিব ছমির উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মেসবাহুল হক বলেন, ‘ওই বিদ্যালয়ের ২৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১ জন বিজ্ঞান বিভাগের হলেও মানবিক বিভাগে তাদের প্রবেশপত্র আসে। পরে সেটি বিভাগ পরিবর্তন করা হয়। অবশিষ্ট মানবিক বিভাগের ১৫ জনের প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে সময়মতো প্রবেশপত্র আসেনি। তবে রাতে সেটি সমাধান হয়েছে। ইউএনও মহোদয়ের উপস্থিতিতে ওই শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কেন্দ্রে আসতে বলা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন নাহার বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের সমস্যার কথা জানার পর আমরা দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা

করেছি। কিন্তু সার্ভার ডাউন থাকায় প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাচ্ছে না। তাই হোয়াটসঅ্যাপে রোল নম্বর নিয়েছি। শিক্ষার্থীদের ওই রোল নম্বর দেওয়া হয়েছে। তারা রবিবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।’